ডি জা ই ন

উপনিবেশের রীতি ও রাষ্ট্রের নীতি

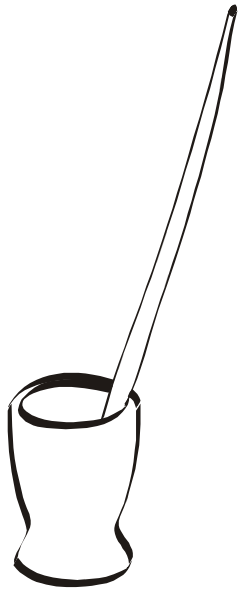

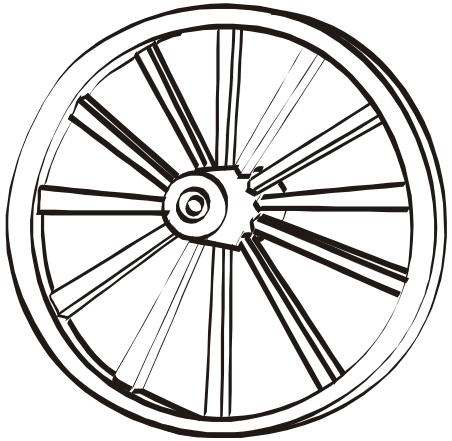

এস বলরাম

ডি জা ই ন

উপনিবেশের রীতি ও রাষ্ট্রের নীতি

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
সোমশঙ্কর রায়

ম ন ফ কি রা
www.monfakira.com

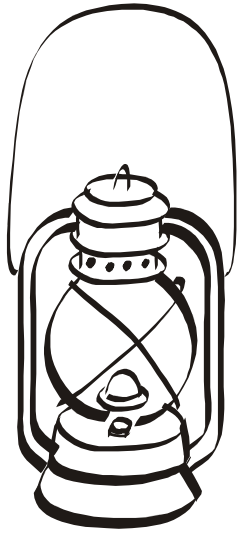

এস বলরাম
ডিজাইন : উপনিবেশের রীতি ও রাষ্ট্রের নীতি
ভাষান্তর ও সম্পাদনা : সোমশঙ্কর রায়

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২

প্রকাশক : মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত,
ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন এবং
১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১, ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২,
৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.pub@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in

প্রচ্ছদ ও বইয়ের ভেতরের ছবি : সোমশঙ্কর রায়

গ্রন্থসজ্জা হরফবিন্যাস : মনফকিরা

মুদ্রণ : বঙ্গবাসী লিমিটেড, ২৬ পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

৬০ টাকা

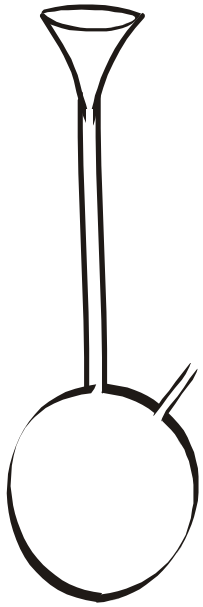

সূ চি

ডিজাইন : ফিরে দেখা ৭

ডিজাইন ও শাসনতন্ত্র :
ডিজাইনের উপনিবেশিকরণ ১৭

রাজনীতি কোন চার অক্ষরের শব্দ নয় :
ডিজাইন এবং রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি ২৯

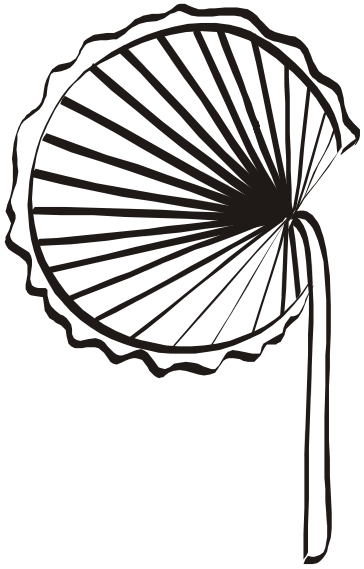

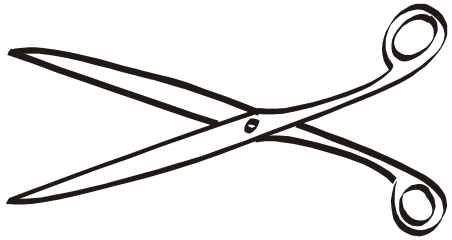

ডিজাইন : ফিরে দেখা

'ডিজাইন' আমাদের পরিচিত শব্দ। ছেলেবেলায় যাদের পড়া-শোনায় তেমন মন বসত না, তাদের অঙ্কের খাতার মার্জিনে ডিজাইনের নিঃশব্দ আবির্ভাব প্রায় অবধারিত ছিল। পিতা-পুত্রের বয়সের পার্থক্য কেমন করে হাতির শুঁড়-ওয়ালা গাছে পরিণত হত, তার রহস্য সমাধান করার জন্য শার্লক হোমস থেকে দীপক চ্যাটার্জী ও পাড়ার সবজান্তা পান্নাদার মিলিত জ্ঞান যথেষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য ভুল করে সেই খাতার পাতাই যদি অঙ্কের শিক্ষকের চোখে পড়ে যেত, তবে রহস্য দৌড়ে পালাবার পথ পেত না। কানের গোড়ায় মাধ্যাকর্ষণের জোর টের পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে 'ডিজাইন-ফিজাইন' সম্পর্কে অগৌরবজনক বাক্য-স্রোতের মাঝে হাবুডুবু খেতে-খেতে এই উপলব্ধিতে আসতে বেশি সময় লাগত না যে 'ডিজাইন' এক অতি অকাজের বস্তু। আবার সেই শিক্ষককেই যখন ভারতবর্ষকে কব্জা করার জন্য বিদেশি শক্তির 'ডিজাইন' নিয়ে চিন্তিত হতে দেখতাম, তখন বেশ ধন্দ লাগত। সত্যিই তো, ডিজাইন বলতে তা হলে কি বুঝব?

বাংলা শব্দভাণ্ডারে ডিজাইন-এর প্রবেশ অনেকটা টেবিল-চেয়ার ইত্যাদির মতো। সরাসরি, কোন প্রতিশব্দের ঘাড়ে ভর করে নয়। অভিধানে 'ডিজাইন' শব্দের দু' ধরনের প্রয়োগের কথা বলা আছে। ক্রিয়াপদ হিসেবে এর অর্থ করা হয়েছে নকশা অঙ্কন করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। আবার বিশেষ্য হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এর অর্থ হল নকশা, পরিকল্পনা, ফন্দি ইত্যাদি। এ

থেকে একটা জিনিশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ‘ডিজাইন’ শব্দের পরিধি বেশ বড়। ডিজাইন বলতে কোন নির্মিত বস্তু, আকার, কিংবা ব্যবস্থার এক বিশেষ গুণ যেমন বোঝায়, তেমনই তার নির্মাণপদ্ধতিকেও নির্দেশ করে। ছোট্ট আলপনা থেকে অতিকায় মহাকাশযান— সর্বত্রই এ কথা সমান ভাবে সত্যি। আবার এটাও সত্যি, আমাদের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ডিজাইনকে বিভিন্ন অর্থে বোঝেন। মা-মাসিরা ডিজাইন বলতে বোঝেন আলঙ্কারিক নকশা। গ্রাফিক শিল্পীরা ডিজাইন অর্থে দৃশ্য-অভিজ্ঞতানির্ভর উপস্থাপনাকে বোঝেন। একজন স্থপতির কাছে ডিজাইনের অর্থ স্থাপত্যের পরিকল্পনা ও তার অন্তিম গঠন। রাজনীতিবিদের কাছে ডিজাইন সমাজ-সংস্কারের এক পদ্ধতি মাত্র। অর্থাৎ ‘ডিজাইন’ ধর্মেও আছে, জিরাফেও আছে। বলা যেতে পারে— সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিই হল ‘ডিজাইন’।

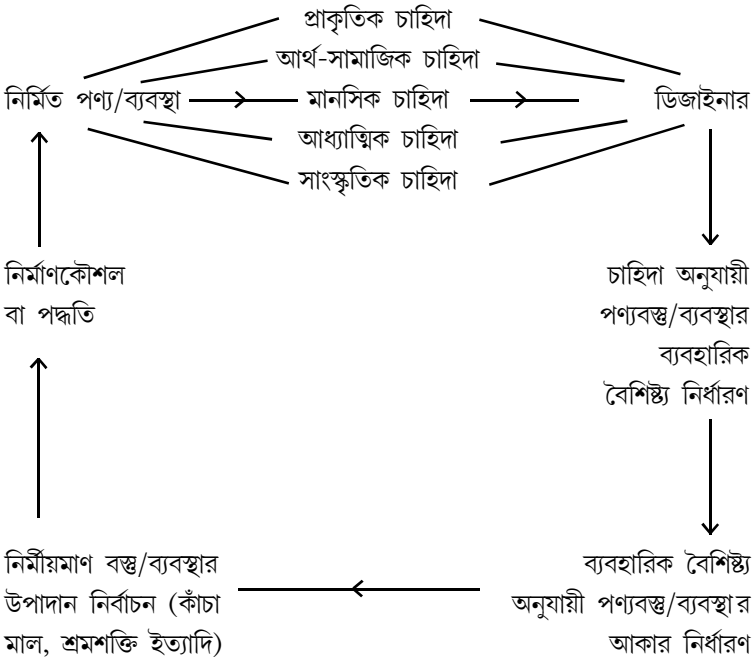

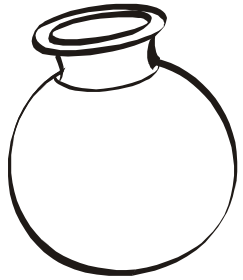

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনচর্চায় ও নানা সামাজিক সমস্যা সমাধানে ‘ডিজাইন’কে ব্যবহার করে আসছে। এ সব তার কাছে নতুন কিছু নয়। গোষ্ঠীর হাতে-গোনা কিছু মানুষ তাঁদের ‘কমন সেন্স’কে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতেন। মূলে ছিল তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি। শুরুর সে দিনে ডিজাইন ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নিছক অস্তিত্ব রক্ষার অবলম্বন। এর পর কী ভাবে মানুষ জীব-জগতের ওপর তার কর্তৃত্ব কায়েম করল, কী ভাবে বংশবিস্তার করল, নানা প্রজাতিতে ভাগ হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে কী ভাবে সম্পদ তৈরি হল, কী ভাবে গোষ্ঠী-সম্পদ ব্যক্তিপুঁজিতে রূপান্তরিত ও পুষ্ট হল, সে ইতিহাস তো সবারই জানা। আর এটাও অজানা নয় যে, মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং ‘ডিজাইনে’র ইতিহাস একই মুদ্রার দু’ পিঠ। প্রশ্ন হল, ডিজাইন নিয়ে এ সব আলোচনার প্রয়োজন হচ্ছে কেন। হয়তো সত্যিই কোন প্রয়োজন হত না, যদি গত কয়েক দশক জুড়ে ঘনিয়ে ওঠা বেশ কিছু সমস্যা ক্রমশ সংকটের চেহারা না নিত। একটু পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, যে-দিন থেকে মানুষ ‘সঞ্চয়’ করতে শিখল, সে দিন থেকেই এই সংকটের শুরু। সঞ্চয় থেকেই সম্পদ, পুঁজি। ফল হিসেবে আমরা পেলাম শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। সে দিনের গোষ্ঠীচেতনা, সামাজিক ভার-সাম্যকে রক্ষা করেছিল। ডিজাইনারদের সৃষ্টিশীল ভাবনার সুফল সামগ্রিক ভাবে গোষ্ঠীর সব সদস্যই কম-বেশি ভোগ করত। এর পর অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই অবস্থার পরিবর্তন হল। যত দিন কৃষির ওপর নির্ভরতা ছিল, পরিবর্তনের গতি ছিল কম।

পরবর্তী কালে, যে-সব অঞ্চলে শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হল, সে সব অঞ্চলে এই পরিবর্তন এল দ্রুত। সঙ্গে-সঙ্গে ডিজাইনারদের ভূমিকা গেল পালটে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির, তাঁর জ্ঞানের বিশেষীকরণ করা হল। তাকে একমুখী করা হল, যাতে মুনাফা এবং পুঁজি তৈরিতে তা আরও ভালো ভাবে, বেশি করে কাজে লাগানো যায়। সচেতন ভাবে ডিজাইনারকে সামাজিক দায়-বদ্ধতার জায়গা থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিপুঁজির দাসে পরিণত করা হল। ফলাফল তো আমরা চোখ খুললেই দেখতে পাই। রাশি-রাশি প্ল্যাস্টিক, ব্যানার আর হোর্ডিং, চোখ-ধাঁধানো আলো, হাজার রকমের পণ্য, বাইক আর মোটরগাড়ি, অজস্র ধোঁয়া, শক্তির অপচয় এবং সর্বোপরি ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ। আপাত চাকচিক্যময় এক দানবীয় পরিবেশ। মানুষ এখানে অবান্তর, অস্তিত্বহীন। শহরগুলো যেন পণ্য-নির্মাণকারী ডিজাইনার আর গ্রাফিক ডিজাইনারদের দেহনিঃসৃত আবর্জনার এক মস্ত পাহাড়। যেখানে দিনের শেষে তালগোল-পাকানো কেজো মানুষ ভাটার টানে শহর ছেড়ে শহরতলি বা কাছেপিঠের গ্রামে ফিরে যায়। রাত বাড়ে। ম্যানিকিনের মতো নারী-পুরুষ ম্যাগাজিনের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে শহরের দখল নেয়। সদম্ভে জানায় এ সবের মালিক তারাই। আর ডিজাইনাররা ঠোঁটে আলতো জিভ বুলিয়ে ভেবে নেয়, তার স্বপ্নপূরণের আর কতটা বাকি। 'মধুবংশীর গলি'র সেই অমোঘ উচ্চারণ— এ স্বর্ণসন্ধ্যায় কাতারে কাতারে নামে হিরণ্য শকুন— তখন আর অতিকথন বলে মনে হয় না।

শহরগুলোকে ঘিরে থাকা স্যাটেলাইটের মতো শহরতলির অবস্থা শোচনীয়। ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবাও সেখানে মেলে না। নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নগর-ডিজাইনকে যেন বেশি আধুনিক বলে মনে হয়।

শহরতলি ছাড়িয়ে দু' পা এগোলেই চোখে পড়বে ভারতবর্ষ। চেকনাই একটু বেড়েছে। পাকা রাস্তা, মোবাইল টাওয়ার, টিভি— এ সব এখন গ্রামে আকছার। ব্যাঙ্ক আর ইন্সিওরেন্সের দালাল, তা-ও অমিল নয়। আবার মধ্যযুগীয় সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থাও অব্যাহত। চাষের মরশুমে চাষি, আজও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। খরা-বন্যা, আত্মহত্যা আগের মতোই।

আসলে গ্রাম-সমাজের স্বকীয় সমস্যার সমাধানে কেউই যত্নবান নয়। না সরকার, না স্থানীয় সমাজ। কৃষি-পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে কৃষিপণ্যের বৈজ্ঞানিক উৎপাদন সে কারণে আজও সম্ভব হয়নি। ওপর থেকে সমাধানসূত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভাবটা এ রকম : দেখো তো, তোমাদের নানা সমস্যার সাথে এই সমাধানসূত্রগুলো 'ম্যাচ' করে কি না। করলে ভালো, না করলে. . .।

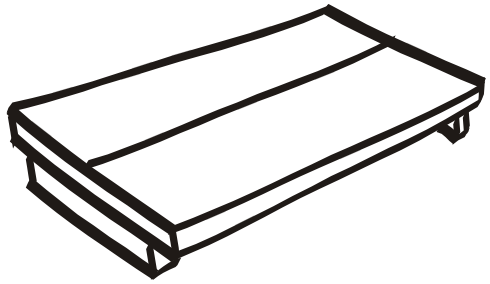

সমতলের গ্রামগুলোর সঙ্গে আবার পাহাড়ি জঙ্গলবেষ্টিত আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলোর কোন তুলনাই চলে না। কয়েক যুগ ধরে এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা আমাদের চোখের আড়ালে ছিলেন। তাঁদের জীবনযাপন, তাঁদের সমস্যা, আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আমাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। বোধ হয় আজও নেই। তাঁরাও কখনও তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানাতে আসেননি। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে, নিজ বিশ্বাস ও বোধে অনুগত থেকে যুগের পর যুগ তাঁরা পার হয়ে এসেছেন বাইরের কোন রকম সাহায্য ছাড়াই। যখনই কোন বাইরের শক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ সব জনজাতির ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, জঙ্গল-পাহাড়ের সহজ-সরল মানুষজন তাঁদের সাবেক অস্ত্র দিয়ে তার প্রতিরোধ করেছেন। মোগল যুগে, ব্রিটিশ যুগে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে এই ঘটনা বার-বার ঘটতে দেখা গেছে।

ইদানীং জঙ্গলমহল আবার সংবাদের শিরোনামে। স্বাধীনতার ষাট বছর পার করে ভারত সরকার স্থির করেছে, এই সব জনজাতির মানুষকে আর আদিম অবস্থায় থাকতে দেওয়া যায়

না। তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে, তাঁদের আধুনিক করতে হবে। এই উদ্যোগে ভারত সরকারের সহযোগী হিসেবে হাজির হয়েছে তা-বড় তা-বড় বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি। কিন্তু সমস্যা হল, জঙ্গলমহলের খোদ আদিবাসীরাই 'এ জাতীয়' উন্নয়ন চান না। ফলে সংঘাত তৈরি হচ্ছে। উন্নয়নে বদ্ধপরিকর সরকার পেশীশক্তির সাহায্যে উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে নেমেছে। সংঘাত ক্রমে ব্যাপক আকার নিচ্ছে। নিন্দুকেরা বলাবলি করছে, এ দেশের কম্প্রাডর পুঁজিপতি শ্রেণী, যারা বকলমে সরকার চালায়, তারাই উন্নয়নের বাহানায় বিদেশি পুঁজিপতিদের সঙ্গে একজোট হয়ে খনিজ ঐশ্বর্যপূর্ণ পাহাড়ি সব অঞ্চলকে নিজেদের কব্জায় আনতে চাইছে।

এ সমস্যার কী ভাবে সমাধান হবে, তার উত্তর ভবিষ্যৎই দেবে। ভারতবর্ষের গ্রাম-শহরের প্রধান-প্রধান সমস্যার উল্লেখ এ কারণেই করলাম যে, ডিজাইন যদি সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিই হয়, তবে তো যেখানে সমস্যা বেশি, সেখানেই ডিজাইনারদের বেশি সংখ্যায় সক্রিয় হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যেখানে পুঁজি বেশি, ডিজাইনাররা সেখানেই ঢের বেশি সক্রিয়। প্রান্তিক মানুষরা যেখানে বাস করেন, সেখানে সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপ্তি বেশি হওয়া সত্ত্বেও পুঁজি কম, ফলে ডিজাইনারদেরও কোন আগ্রহ নেই। উলটো দিকে, শহরাঞ্চলে সমস্যার ধরন তুলনামূলক ভাবে অগভীর হওয়া সত্ত্বেও শুধু প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজির উপস্থিতির কারণেই বিপুল সংখ্যক ডিজাইনার সক্রিয়। সুতরাং, দেশের সার্বিক উন্নয়নে যদি ভারসাম্য আনতে হয়, তবে পুঁজির সুষম বিকাশ ও বণ্টন জরুরি।

নয়া উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থার ধ্বজাধারী উন্নয়নের পরি-প্রেক্ষিতে আমাদের মতো আধো-ঘুমের দেশে ডিজাইন সম্পর্কে বেশি করে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী, সারা দেশে প্রায় পৌনে দু' লক্ষ ছোট-বড়-মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। কারণ হিসেবে শ্রমিকদের কর্ম-সংস্কৃতি অথবা মালিকপক্ষের পরিচালন ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। যদিও এর মূল কারণ হল উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে না-পারা, বা প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় বাজার ধরার অক্ষমতা। ঠিক এখানেই

ডিজাইন-সচেতনতার প্রাসঙ্গিকতা। উৎপাদিত পণ্যকে বৈচিত্র্যময়, নিখুঁত এবং অর্থ-সাশ্রয়কারী করে তুলতে 'ডিজাইনে'র ভূমিকাই প্রধান। আবার সেই পণ্যকে বাজারে আকর্ষণীয় ভাবে প্রচার করে বাজার ধরতেও 'ডিজাইনে'র প্রয়োজন হয়।

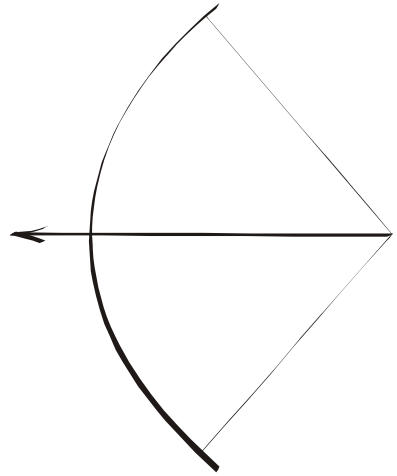

শেষ বিচারে, ডিজাইন মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এক কার্যকর পদ্ধতি, এমনটাই ভাবা হয়। যেহেতু এর সঙ্গে উন্নয়নের প্রশ্নটাও জড়িত, সুতরাং মুক্ত বাণিজ্যের এই যুগে যখন শেয়ার বাজারে সূচকের ওঠা-নামায় মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যখন জাতীয়তাবাদ আর ঔপনিবেশিকতাবাদের পার্থক্য ক্রমেই কমে আসছে, যখন দুনিয়া জুড়ে সাম্যের বদলে বৈষম্যকেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে মানবসমাজের প্রগতির পথ হিসেবে, এ রকম এক বিভ্রান্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে ডিজাইনের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কটা ভালো ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। আর রাষ্ট্রের ভূমিকা, তার নিয়ম-নীতিকে বাদ দিয়ে শুধু উন্নয়নকে বুঝতে চাওয়া অনেকটা আগুনকে বাদ দিয়ে ধোঁয়াকে বুঝতে চাওয়ার মতো অবৈজ্ঞানিক। ইদানীং উন্নয়ন-প্রশ্নে পৃথিবীর নানা অঞ্চলের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নাগরিকদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিক অসন্তোষ প্রায় বিদ্রোহের চেহারা নিচ্ছে। এই

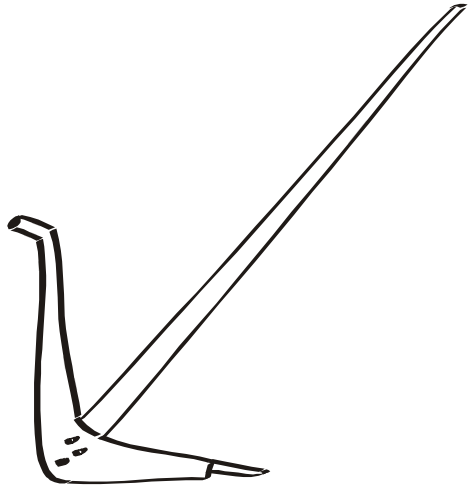

পরিস্থিতিতে, ডিজাইনকে নতুন ভাবে উপলব্ধি ও প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শুধু পণ্যবস্তু উৎপাদনের পদ্ধতি হিসাবে না-দেখে ডিজাইনকে আরও বড় পরিসরে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। সমাজগঠনের হাতিয়ার হিসেবে ডিজাইন-ভাবনাকে সংগঠিত আকার দেওয়ার উদ্যোগও শুরু হয়েছে। সচ্ছল দেশের বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় ডিজাইন-শিক্ষাকে যথেষ্টই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় সেখানে 'সোশ্যাল কম্যুনিকেশন ইন ডিজাইন' জাতীয় বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, ডিজাইনকে সচেতন ভাবে আরও বেশি করে আরও বড় পরিসরে ব্যবহার।

পরিশেষে, এই বইয়ের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে দু'-একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমার সীমিত চর্চায় ডিজাইনের সার্বিক ভূমিকা নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখা কোন বই এ যাবৎ আমার চোখে পড়েনি। মন বলছিল, থাকলে বেশ হত। আর এই অভাববোধ থেকেই এই বইয়ের ভাবনা। শেষ পর্যন্ত বন্ধু সন্দীপন ভট্টাচার্যের আশকারায় এই কাজে হাতে দিই। 'উন্নয়ন' ও 'উদারীকরণে'র মতো বিষয়গুলি ডিজাইনের ক্ষেত্রে কী ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, সে কথা মাথায় রেখে সিঙ্গানাপল্লি বলরাম-এর (Singanapalli Balaram) লেখা দুটি প্রবন্ধ বেছে নিই বাংলায়

ভাষান্তরের জন্য। প্রবন্ধ-দুটি, শ্রী বলরামের 'Thinking Design' গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত। বেশ কিছু কাল আগে লেখা। ফলে তথ্যের দিক দিয়ে কিছু পিছিয়ে, যদিও তাতে লেখা-দুটির প্রাসঙ্গিকতা একটুও কমে না। এই মুহূর্তে, ভারতবর্ষে হাতে-গোনা যে-ক'জন ডিজাইন-তাত্ত্বিক আছেন, শ্রী বলরাম তাঁদের অন্যতম। প্রবীণ এই ডিজাইনার দীর্ঘদিন ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন-এ শিক্ষকতা করেছেন। লেখা-দুটি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তবে ভাষান্তরের সময়ে একেবারে আক্ষরিক অনুসরণ না-করে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। বাংলাভাষী মানুষজন, বিশেষ করে যাঁরা ডিজাইন নিয়ে ভাবেন, চর্চা করেন, তাঁদের চিন্তার জগতে এই উদ্যোগ যদি কোন ভাবে সাড়া ফেলতে সমর্থ হয়, তবে আমরা এই প্রচেষ্টাকে সফল বলে মনে করব।

সোমশঙ্কর রায়
কলকাতা, ২০১১

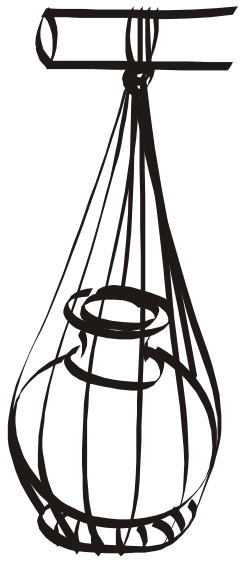

ডিজাইন ও শাসনতন্ত্র : ডিজাইনের উপনিবেশিকরণ

ঔপনিবেশিকতা ও ডিজাইন

ইদানীং ডিজাইনের পরিকাঠামো ও ডিজাইন সম্পর্কে উন্নয়নমুখী দুনিয়ার মনোভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ডিজাইন এখন অর্থকরী পেশা। আর ডিজাইনাররা প্রায় উদীয়মান নক্ষত্র। উদার অর্থনীতিতে সরকারি শিলমোহর পড়ার পর ভোগ্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ডিজাইনকে চিহ্নিত করা হয়েছে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ডিজাইন আর ডিজাইনারের নিয়মিত উপস্থিতি লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজাইনারদের নিজেদের গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যেখানে তাঁরা নিয়ম করে মিলিত হন। এমনকী, পুনের একটি ডিজাইন কনসালটেন্সি গোষ্ঠী নিজেদের মাসিক পত্রিকাও বের করেছে।

তা হলে, এই বেশ ভালো আছি

বলা হয় যে, সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোক অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষ আজকে যা দেখছে, পশ্চিমি দুনিয়া গত শতকের আটের দশকে তা দেখে নিয়েছে। আর নয়ের দশকেই তারা ডিজাইনের ফানুস ফেটে যেতে দেখেছে। ডিজাইনের অস্বাভাবিক বাড়বাড়ন্ত পশ্চিমি সমাজের কাছে তখনই ভয়াবহ এক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। সামাজিক নানা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে ওঠার পরিবর্তে ডিজাইন তখন স্বয়ং এক সমস্যা হিসেবে হাজির হয়। ভারতীয়